উপসম্পদা বিধি

ও

ভাম্মুক লোম বিনিচ্ছয়

(চক্ষুলোম বিনিচ্ছয়)

ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো পি.এইচ.ডি

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

"বিনয় নাম বুদ্ধ সাসনস্‌স আয়ু"

উপসম্পদা বিধি
(UPASAMPADĀ PROCEDURE)
ও
চাক্ষুকলোম বিনিচ্ছয়
(চক্ষুলোম বিনিচ্ছয়)

ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো পি,এইচ,ডি

ত্রিপিটকাচার্য, বিদ্যাবারিধি কর্তৃক

সংকলিত ও অনুবাদিত।

পরিচালক ঃ

তংপুলু কাবায়ে (বিশ্বশান্তি) মনাষ্ট্রি

১৮৩৩৫, বিগবেসিন ওয়ে

বোল্ডার ক্রিক, কালিফোর্নিয়া-৯৫০০৬

ইউ,এস,এ (আমেরিকা)

উপসম্পদা বিধি
(UPASAMPADĀ PROCEDURE)
ও
ভামুকলোম বিনিচ্ছয়
(চক্ষুলোম বিনিচ্ছয়)

ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো পি.এইচ.ডি

প্রকাশনায় ঃ

চট্টগ্রাম জলদী জন্মজাত

শ্রী প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু

"উপসম্পদা বিধি" এ পবিত্র বিনয় বিষয়ক পুস্তিকাখানি প্রকাশের পুণ্যরাশি
তাঁর স্বর্গীয় পিতা **বাবু প্রাণকৃষ্ণ বড়ুয়ার** পারলৌকিক সদ্‌গতি ও
মাতা শ্রীমতি প্রাণহরি বড়ুয়ার নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনায়
পুণ্যরাশি অর্পন করা হলো।

"ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বানস্‌স পচ্চযো হোতু"

প্রকাশকাল ঃ

২৫৪৪ শ্রী বুদ্ধবর্ষ
২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ খৃষ্টবর্ষ।
২০শে মাঘ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ,

গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
সৈকত বড়ুয়া
২৩, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে ঃ
রাজবন কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
১২, জি.এ. ভবন (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

জন্ম ঃ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ
মৃত্যু ঃ ৬ই চৈত্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, ২০শে মার্চ ১৯৯৮ খৃষ্টবর্ষ।

যাঁর স্নেহ মমতা ও শিক্ষা-দীক্ষা আমার জীবনকে প্রভাবিত
করেছে সেই পরমারাধ্য কল্যাণমিত্র বাঁশখালী
জলদী ধর্মরত্ন বিহারাধিপতি বিনয়াচার্য
প্রয়াত সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের
নির্বাণ শান্তি কামনায় মদীয়
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।
"ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু।"

তারিখ ঃ জলদি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
২রা ফেব্রুয়ারী ২০০১
২৫৪৪ শ্রী বুদ্ধবর্ষ।

ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

THE SUPREME SANGHA COUNCIL OF BANGLADESH

(MEMBER OF THE WORLD BUDDHIST SANGHA COUNCIL)

ESTD :- 1940

THE SUPREME PATRIARCH: HIS HOLINESS SANGHARAJ PANDIT JYOTIPAL MAHATHERO
PRESIDENT : VEN. DHARMASEN MAHATHERO
SECRETARY-GENERAL : VEN. DR. JINABODHI BHIKKHU.
ASSTT PROFESSOR, DEPT. OF ORIENTAL LANGUAGES
CHITTAGONG UNIVERSITY,
CHITTAGONG, BANGLADESH

HEAD OFFICE :
CHITTAGONG BUDDHIST MONASTERY
Buddhist temple Road
Chittagong, Bangladesh.
Phone : 880-31-618405

অভিমত

আয়ুষ্মান ডক্টর বরসম্বোধি থের মহোদয় ভারত বাংলা উপমহাদেশের নন্দিত সংঘপুরুষ। যার পদচারণা এশিয়া মহাদেশ পেরিয়ে সুদূর পাশ্চাত্যভূমি আমেরিকা মহাদেশ গিয়ে পৌঁছেছে। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র সংঘপুরুষ যিনি সুদূর পাশ্চাত্যভূমি আমেরিকা গিয়ে বুদ্ধের করুণাশীল মৈত্রীবাণী প্রচার করেছেন। তার পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান, অনুবাদ দক্ষতা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ডক্টর বরসম্বোধি থের মহোদয় আমার অনেক দিনের লালায়িত স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দান করেছেন। বুদ্ধোত্তর যুগ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় ভিক্ষুসংঘের বিনয়ানুকুল জীবন যাত্রার নৈতিক অধপতন হয়েছে অনেক বেশি। তার কারণ পালি সাহিত্যে ভিক্ষুদের দুর্বলতা এবং বিনয় অধ্যয়নে অমনোযোগীতা। ডক্টর বরসম্বোধি প্রণীত "উপসম্পদা কম্মবাচা এবং চক্ষুলোম বিনিচ্ছয় কর্মবাচা" অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে শাসনিক প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এর ফলে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা কর্মবাচার গুরুত্ব এবং ভিক্ষু সমাজে লুকায়িত অনেকদিনের মতদ্বৈতের অবসান হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কামনা করছি ভাবষ্যতে ডক্টর বরসম্বাধি যেন আরো অনেক পালি গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেন। তার এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আশা করি। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পক্ষ থেকে তার নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি। তার মঙ্গল হোক।

ধর্মসেন মহাথের
সভাপতি
বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

প্রাক্‌কথন

১৯৮৫ সালে ঠেগরপুনিতে আমি উপসম্পদা গ্রহণ করতে সীমায় প্রবেশ করলে সেখানে আমার কর্মবাচাচার্য্যগণ পালিতে কর্মবাচা পাঠ করে এর কোন তত্ত্ব না বুঝায়ে আমার উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন করেন অত্যন্ত তড়িঘড়ির মধ্য দিয়ে। যদিও সীমাতে উপসম্পদার সময় কর্মবাচার প্রতিটি শব্দ বঙ্গার্থসহ উপসম্পদা প্রার্থীকে ব্যাখ্যা করা একান্তই প্রয়োজন। পরবর্তীতে গুরুদেব উপসংঘরাজ সদ্ধর্মাচার্য পরিয়ত্তি বিশারদ শ্রী সুবোধিরত্ন মহাথেরো মহোদয়ের পাদমূলে অবস্থান করার সময় বিনয়ের অনেক ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র নিয়মাদি জানতে পেরেছি। অনেক দিন থেকে কর্মবাচাসহ বিনয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সদিচ্ছা পোষণ করে আসলেও আমার সীমিত জ্ঞান সময় ও অর্থাভাবে তা এতদিন সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

১৯৯০ সালে আমার এ স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করার লক্ষ্যে পালি ও ধর্ম-বিনয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের বাসনায় শাসন প্রতিরূপ দেশ শ্রীলংকায় গমন করি আমার পরম কল্যাণমিত্র রামকোর্ট বনাশ্রমের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় বিদর্শনাচার্য প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো, অধ্যাপক প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ও কদলপুর ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালক প্রয়াত সুগতপ্রিয় থেরোর অনুপ্রেরণায়। সেখানে প্রাজ্ঞ বিনয়াচার্যদের সান্নিধ্যে থেকে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম-বিনয় আয়ত্ব করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। সেখান থেকে ভারতের নালন্দা ও বারানসীতে অধ্যয়ন করার সময়ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম ধর্ম বিনয়ানুসারে জীবনযাপন করতে। ভারতে অধ্যয়নকালীন সময়ে পরিশীলিত ব্রহ্মচর্য পালনে আমার জীবনে যার প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বিদর্শন গুরু বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রের মহাপরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ভদন্ত ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো। তাঁর উৎসাহ, প্রেরণা না পেলে আমার জীবন আজ এতদূর প্রস্ফুটিত হতো না।

বাংলা ভাষায় কর্মবাচার অনুবাদ পূর্বে কেউ করেছিল কিনা আমার জানা নেই। তাই আমি এ দূরূহ কার্যে ব্রতী হয়েছি, নবোপসম্পন্ন ভিক্ষুদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে। জানিনা এ অনুবাদকার্যে কতদূর সফলতা লাভ করেছি।

আমি পরম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সভাপতি, আমার

কর্মবাচার্য পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্মসেন মহাথেরোর প্রতি। তাঁর সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত এ গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

এ গ্রন্থখানির ব্যয়ভার বহন করেন চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানাধীন জলদী জন্মজাত শ্রী প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু। এ পবিত্র বিষয়ক পুস্তিকাখানি প্রকাশের পুণ্যরাশি তাঁর স্বর্গীয় পিতা বাবু প্রাণকৃষ্ণ বড়ুয়ার পারলৌকিক সদ্‌গতি ও মাতা শ্রীমতি প্রাণহরি বড়ুয়ার নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুণ্যরাশি অর্পন করা হলো।

আমি আরো আর্শীবাদ প্রদান করছি আমার প্রিয়ভাজন শ্রী সৈকত বড়ুয়াকে। তিনি প্রুফ সংশোধনাদিসহ প্রেসের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছে। তার ঐকান্তিকা প্রচেষ্টা না হলে অতি স্বল্প সময়ে এ দুর্লভ গ্রন্থখানি প্রেস থেকে বের করা সম্ভবপর হতো না। আমি সর্বদা তার ত্যাগের কথা স্মরণ রাখবো।

পরিশেষে যাঁদের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছি, সে প্রব্রজ্যিত উপসম্পন্ন ভিক্ষু শ্রামণদের পরিশুদ্ধ বিনয়াচারে সামান্যতম হলেও প্রভাব ফেললে আমার এ পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

নিবেদক

তারিখ ঃ জলদি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। **ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো**
২রা ফেব্রুয়ারী ২০০১

উপসম্পদা বিধি

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"

প্রারম্ভে অস্থায়ী প্রচ্ছন্ন নাম প্রসঙ্গে

ভদন্তগণ! ঞত্তি এবং কর্মবাচা পাঠ সহজ করার জন্য তথা উপাধ্যায়কে অগৌরব প্রদর্শন না করার জন্য আমি এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ থের যিনি উপাধ্যায় হবেন এবং উপসম্পদাপ্রার্থী দু'জনেরই অস্থায়ী নাম প্রদান করছি। উপাধ্যায়ের নাম হবে "তিস্‌স থের" এবং উপসম্পাদাকাঙ্ক্ষীর নাম হবে "নাগ।" অতএব, এ মুহূর্তের জন্য তাঁদের নাম যথাক্রমে অবশ্যই "তিষ্য" এবং "নাগ"। ঞত্তি এবং কর্মবাচা পাঠের সময় যখনই "তিস্‌স" নাম ব্যবহার করা হবে, অবশ্যই ধারণা করতে হবে, তাহা উপাধ্যায়কে নির্দেশ করা হচ্ছে এবং যখন "নাগ" উচ্চারিত হবে, তাহা উপসম্পাদা প্রার্থীকেই নির্দেশিত করা হচ্ছে।

নির্দেশনা

(১) **পঠমং উপজ্ঝং গাহাপেতব্বো।**

প্রথমে উপসম্পাদা প্রার্থীকে (নাগ) অবশ্যই উপাধ্যায় নির্বাচন করতে হবে।

নাগ ঃ **উপজ্ঝাযো মে ভন্তে হোহি** (৩ বার)

ভদন্ত ! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন। (৩ বার)

তিস্‌স ঃ **পাসাদিকেন সম্পাদেহি।**

তোমার কায়িক এবং বাচনিক শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সদিচ্ছার অনুমোদন দিচ্ছি।

(২) **উপজ্ঝং গহাপেত্বা পত্তচীবরং আচিক্খিতব্বং।**

উপসম্পাদা প্রার্থীকে উপাধ্যায় নির্বাচনের পর তাকে তার পাত্র-চীবর নির্দেশ করতে হবে।

অযং তে পত্তো ? **আম ভন্তে।**

এটা তোমার পাত্র ? হাঁ ভন্তে।

অযং সঙ্ঘাটি ? **আম ভন্তে।**

এটা তোমার সংঘাটি ? হাঁ ভন্তে।

অযং উত্তরাসঙ্গো ? **আম ভন্তে।**

এটা তোমার উত্তরাসঙ্গ ? হাঁ ভন্তে।

অযং অন্তরাবাসকো ? **আম ভন্তে।**

এটা তোমার অন্তর্বাস ? হাঁ ভন্তে।

(৩) **গচ্ছ, অমুম্হি ওকাসে তিট্ঠাহি।**

যাও, যথাস্থানে দাঁড়াও।

(৪) **সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো; নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো, যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং, অহং নাগং অনুসাসেয্যং।**

ভদন্ত সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ভদন্ত তিষ্যের উপাধ্যায়াত্বে "নাগ" উপসম্পদা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। যদি এখন সংঘের উপযুক্ত সময় হয়, নাগকে অনুশাসন করতে আমার প্রতি আজ্ঞা হউক।

(৫) **সুনাসি নাগ, অযং-তে সচ্চকালো ভুতকালো যং জাতং তং সঙ্ঘ মজ্ঝে পুচ্ছন্তে সন্তং অত্থী'তি বত্তব্বং অসন্তং নত্থী'তি বত্তব্বং। মা খো বিত্থাসি, মা খো সঙ্ঘ্থ অহোসি।**

নাগ, শ্রবণ করুন। সত্য এবং ন্যায় বলার আপনার এখন উপযুক্ত সময়। যখন সংঘের মনোনীত সদস্য সংঘের মধ্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করবেন, তখন আপনার শরীরে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহা "হাঁ আছে" বলে অবশ্যই স্বীকার করবেন। যদি না থাকে তাহলে তাহা "না" সূচক বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করবেন। কিছু গোপন করবেন না। কিংবা সংকোচবোধ করবেন না।

(৬) **এবং তং পুচ্ছিস্সন্তি ঃ**

তাঁরা আপনাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ

সন্তিতে এবরূপ ঃ আবাধা কুট্ঠং? গন্ডো? কিলাসো? সোসো? অপমারো?

এ রোগগুলি আপনার কাছে বিদ্যমান ঃ কুষ্ঠ ? স্ফোটক ? এক্জিমা ? হাঁপানী? মৃগী?

মনুস্সো'সি ?	আপনি কি মানব ?
পুরিসো'সি ?	আপনি কি পুরুষ ?
ভুজিস্সো'সি ?	আপনি কি দায়মুক্ত ?
অণনো'সি ?	আপনি কি ঋণমুক্ত ?
ন'সি রাজভটো ?	আপনি কি সরকারী কর্মচারী ?
অনুঞ্ঞাতো'সি মাতাপিতূহি ?	আপনার পিতা-মাতার অনুমতি আছে কি ?
পরিপুন্ন বীসতি বস্সো'সি ?	আপনার বিংশতি বছর পরিপূর্ণ হয়েছে কি ?
পরিপুন্নং তে পত্তচীবরং ?	আপনার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে কি ?
কিন্নামো'সি ?	আপনার নাম কি ?
কো নামো তে উপজ্ঝাযো ?	আপনার উপাধ্যায়ের নাম কি ?

(৭) **সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো। অনুসিট্ঠো সো মযা, যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং নাগো আগচ্ছেয্য।**

আগচ্ছাহী'তি বত্তব্বো।

ভদন্ত সংঘ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ভদন্ত তিস্সের (তিষ্যের) উপাধ্যায়ত্বে নাগ উপসম্পদা গ্রহণে ইচ্ছুক। সে আমার দ্বারা অনুশাসিত হয়েছে। যদি এখন সংঘের উপযুক্ত সময় নাগকে এখানে আসতে অনুমতি দিতে আজ্ঞা হউক।

তাকে আসতে বলা উচিত।

(৮) উপসম্পদা প্রার্থনা

সঙ্ঘং ভন্তে, উপসম্পদং যাচামি। উল্লুম্পতু মং ভন্তে সঙ্ঘো অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে, উপসম্পদং যাচামি। উল্লুম্পতু মং ভন্তে সঙ্ঘো অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে, উপসম্পদং যাচামি। উল্লুম্পতু মং ভন্তে সঙ্ঘো অনুকম্পং উপাদায।

ভদন্ত সংঘ, আমি সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। ভদন্ত সংঘ, অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভদন্ত সংঘ, দ্বিতীয়বারও আমি সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। ভদন্ত সঙ্ঘ, অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভদন্ত সংঘ, তৃতীয়বারও আমি সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। ভদন্ত সংঘ, অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(৯) **সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো। যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং অহং নাগং অন্তরাযিকে ধম্মে পুচ্ছেয্যং।**

ভদন্ত সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে এ নাগ উপসম্পদা গ্রহণে ইচ্ছুক। যদি ইহা সংঘের উপযুক্ত সময়, আমি নাগকে 'অন্তরায়িক ধর্ম' সম্পর্কে প্রশ্ন করছি।

(১০) **সুনাসি নাগ, অযং তে সচ্চকালো, ভুতকালো, যং জাতং তং পুচ্ছামি।**
সন্তং অত্থী'তি বত্তব্বং, অসন্তং' নত্থী'তি বত্তব্বং।

নাগ শ্রবণ করুন, সত্য এবং ন্যায় বলার আপনার এখন উপযুক্ত সময়। আপনার শারিরীক অবস্থা সম্পর্কে আমি এখন প্রশ্ন করছি, যাহা আছে, তাহা "হাঁ" বলে স্বীকার করবেন এবং যাহা নাই তাহা "না" বলে প্রত্যুত্তর প্রদান করবেন।

সন্তি তে এবরূপা আবাধা ঃ

এ রোগগুলি আপনার আছে? যেমন ঃ

কুট্ঠং?	**নত্থি ভন্তে।**
কুষ্ঠ?	নাই ভন্তে।
গণ্ডো?	**নত্থি ভন্তে।**
স্ফোটক?	নাই ভন্তে।
কিলাসো?	**নত্থি ভন্তে।**
একজিমা (Eczema)?	নাই ভন্তে।
সোসো?	**নত্থি ভন্তে**
হাঁপানী?	নাই ভন্তে।
অপমারো?	**নত্থি ভন্তে।**
মৃগী (Epilepsy)?	নাই ভন্তে।
মনুস্সো'সি?	**আম ভন্তে।**
আপনি কি মানব?	হাঁ ভন্তে।

পুরিসো'সি? **আম ভন্তে।**

আপনি কি পুরুষ? হাঁ ভন্তে।

ভুজিস্সো' সি? **আম ভন্তে।**

আপনি কি দায়মুক্ত? হাঁ ভন্তে।

অননো'সি? **আম ভন্তে।**

আপনি কি ঋণমুক্ত? হাঁ ভন্তে।

ন'সি রাজভটো? **আম ভন্তে।**

আপনি কি সরকারী চাকরীমুক্ত? হাঁ ভন্তে।

অনুঞ্ঞাতো'সি মাতা পিতূহি? **আম ভন্তে।**

আপনি কি মাতা-পিতার আদেশ নিয়েছেন? হাঁ ভন্তে।

পরিপুন্নবীসতি বস্সো'সি? **আম ভন্তে।**

আপনার ২০ বছর পরিপূর্ণ হয়েছে? হাঁ ভন্তে।

পরিপূন্নং তে পত্তচীবরং? **আম ভন্তে।**

আপনার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে? হাঁ ভন্তে।

কিন্নামো'সি? **অহং ভন্তে নাগো নাম।**

আপনার নাম কি? ভন্তে আমার নাম নাগ।

কো নামোতে উপাজ্ঝাযো? উপজ্ঝাযো মে ভন্তে, আযস্মা তিস্সথেরো নাম।

আপনার উপাধ্যায়ের নাম কি? ভন্তে, আমার উপাধ্যায়ের নাম ভদন্ত তিস্সথের (তিষ্য স্থবির)।

উপসম্পদার প্রচলিত বিধি

সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো। পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি পরিপুন্ন'স্স পত্তচীবরং। নাগো সঙ্ঘং উপসম্পদং যাচতি' আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেয্য আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। এসা ঞত্তি।

সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো। পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি পরিপুন্ন'স্স পত্তচীবরং। নাগো সঙ্ঘং উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। যস্সাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন, সো তুণ্হস্স। যস্স নক্খমতি, সো ভাসেয্য।

দুতিযম্পি এতমত্থং বদামি।

সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো। পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি। পরিপুন্ন'স্স পত্তচীবরং। নাগো সঙ্ঘং উপসম্পদং যাচতি। আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেতি আয়স্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। যস্সাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন, সো তুণ্হ'স্স। যস্স নকখ্মতি, সো ভাসেয্য।

ততিযম্পি এতমত্থং বদামি।

সুনাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো, পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি। পরিপুন্ন'স্স পত্তচীবরং। নাগো সঙ্ঘং উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। যস্সাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন সো তুন্হ'স্স। যস্স নক্খমতি, সো ভাসেয্য।

উপসম্পন্নো সঙ্ঘেন নাগো আযস্মতা তিস্সেন উপজ্ঝাযেন। খমতি সঙ্ঘস্স। তস্মা তুণ্হী। এবমেতং ধারযামি।

ভদন্ত সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে এ নাগ উপসম্পদা গ্রহণে ইচ্ছুক। সে 'অন্তরায়িক ধর্ম্মে' সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। তার পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ আছে। ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে নাগ উপসম্পদা গ্রহণ করতে সংঘের নিকট প্রার্থনা করছে। যদি ইহা সংঘের উপযুক্ত সময় হয়, তাহলে নাগকে ভদন্ত তিসসের উপাধ্যায়াত্বে উপসম্পদা প্রদানে আজ্ঞা হউক। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

ভদন্ত সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন, ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে এ নাগ উপসম্পদা গ্রহণে ইচ্ছুক। সে 'অন্তরায়িক ধর্ম্মে' সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। তার পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ আছে। ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে নাগ উপসম্পদা গ্রহণ করতে সংঘের নিকট প্রার্থনা করছে। সংঘ এখন নাগকে ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে সংঘে উপসম্পদা প্রদান করল। যদি ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে নাগের এ উপসম্পদায় ভদন্তগণের সম্মতি থাকে, তাহলে নীরবতা পালন করুন। কারো অসম্মতি থাকলে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করুন।

এবং দ্বিতীয়বারও আমি একই বিষয় প্রকাশ করছি। তৃতীয়বারও আমি একই বিষয় প্রকাশ করছি।

ভদন্ত তিস্সের উপাধ্যায়াত্বে সংঘের দ্বারা নাগের উপসম্পদা সম্পন্ন হলো। ইহা সংঘের সম্মতি। তাই, সংঘ নীরব। আমি এ ধারণা পোষণ করছি।

উপ-সংযোজন

তাবদেব ছায়ামেতব্বা। উতুপ্পমাণং আচিক্খিতব্বং,
দিবসভাগো আচিক্খিতব্বো। সঙ্ঘীতি আচিক্খিতব্বা।

চত্তারো নিস্সযা আচিক্খিতব্বা
চত্তারি অকরণীযানি আচিক্খিতব্বানি।

তৎক্ষণে সময় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন ঋতু ব্যাখ্যা করাও। দিবসের কোন্ ভাগ তাহাও জ্ঞাতব্য। উপস্থিত সঙ্ঘীতি (ভিক্ষু সংখ্যা) ও লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। চারি আশ্রিত বস্তু (নিস্সযা) ব্যাখ্যাতব্য। অকরণীয় চারিকৃত্যও অবশ্যই জ্ঞাতব্য।

ছায়া, প্রভৃতি সম্বলিত

উপসম্পদার সনদপত্র একটি আলাদা কাগজে লিখে এখানে সঙ্ঘ সমক্ষে পাঠ করা উচিত।

উপসম্পদার সনদপত্র

Certificate of Higher Ordination (Upasampada)

এ মর্মে সনদপত্র প্রদান করা যাচ্ছে যে, শ্রী বরসম্বোধি শ্রামণের (গৃহী নাম ঃ অপুল বড়ুয়া) পিতা ঃ অনঙ্গ মোহন বড়ুয়া, গ্রাম + পো ঃ জলদী, থানা ঃ বাঁশখালী, জিলা ঃ চট্টগ্রাম। গ্রীষ্ম ঋতুর কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে, শুক্রবার ১৯শে জুন, ১৯৮৫ ইংরেজীতে অপরাহ্ন ২.৩০ মিনিটে ঠেগরপুনি সার্বজনীন বিহারাধিপতি উপসংঘরাজ শ্রী সুবোধিরত্ন মহাথেরোর উপাধ্যায়াত্বে এবং বাক্খালী বোধিসত্ত্ব বিহারাধিপতি শ্রী আর্য্যমিত্র স্থবিরের অনুশাসনে ঠেগরপুনি সার্বজনীন বিহারের বদ্ধ সীমায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতি অনুসরণে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হয়। তার উপসম্পদার দায়ক ছিলেন ঠেগরপুনি গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাবান উপাসক বাবু নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া, তদীয় সহধর্মীনি শ্রীমতি পুটিবালা বড়ুয়া ও পরিবারবর্গ।

নিম্নোল্লেখিত স্থবির, মহাস্থবিরগণ কর্মবাচাচার্য, কারকসঙ্ঘরূপে উক্ত পবিত্র কার্যে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম কর্মবাচা আচার্য ঃ

১। **ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাথের**, নাইখাইন সন্তোষালয়।

২। **ভদন্ত ধর্মসেন মহাথের**, উনাইনপুরা লঙ্কারাম।

দ্বিতীয় কর্মবাচার্য ঃ

১। **ভদন্ত শাসনশ্রী মহাথের**, ওষখাইন সুধর্মানন্দ বিহার।

২। **ভদন্ত আর্য্যমিত্র স্থবির**, বাক্খালী বোধিসত্ত্ব বিহার।

তৃতীয় কর্মবাচার্য ঃ

১। **ভদন্ত সোমানন্দ মহাথের**, ঠেগরপুনি মৈত্রী ভবন ও ধর্মশালা।

২। **ভদন্ত ইন্দ্রজ্যোতি স্থবির**, কর্তালা বেলখাইন সদ্ধর্মালংকার বিহার।

কারকসঙ্ঘ ঃ

ভদন্ত তিলোকানন্দ ভিক্ষু, ওযখাইন সুধর্মানন্দ বিহার।

অনুশাসক ঃ

ভদন্ত আর্য্যমিত্র স্থবির, বাক্‌খালী বোধিসত্ত্ব বিহার

স্বাক্ষর

ভদন্ত শ্রী সুবোধিরত্ন মহাথের

উপাধ্যায়

ঠেগরপুনি সার্বজনীন বিহার, পটিয়া।

চারি আশ্রয়

(চত্তারো নিস্‌সযা)

(১) **পিণ্ডিযালোপ ভোজনং নিস্‌সায পব্বজ্জা। তত্থ তে যাবজীবং উস্‌সাহো করণীযো। অতিরেকলাভোঃ সঙ্ঘভত্তং, উদ্দেসভত্তং, নিমন্তনং, সলাকভত্তং, পক্কিকভত্তং, উপোসথিকং, পাটিপদিকং।**

আম ভন্তে।

প্রব্রজ্যিতদের ভোজন গ্রাস পিণ্ডপাত করে আহরণ করা উচিত। সুতরাং এজন্য যাবজ্জীবন উৎসাহ থাকতে হবে। অতিরিক্ত লাভঃ সঙ্ঘকে প্রদত্ত দান, সংঘ থেকে নির্দ্দিষ্ট পুদ্‌গলকে উদ্দেশ্য করে দান, লটারী দ্বারা নির্বাচিত দান, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় প্রদত্ত দান, উপোসথ দিবসে দান, উপোসথ দিবসের পরবর্তী দিবসে দান।

হাঁ ভন্তে।

(২) **পংসুকূল চীবরং নিস্‌সায পব্বজ্জা, তত্থতে যাবজ্জীবং উস্‌সাহো করণীযো। অতিরেক লাভোঃ খোমং, কপ্পাসিকং, কোসেয্যং, কম্বলং, সানং, ভঙ্গং।**

আম ভন্তে।

প্রব্রজ্যিতদের ধূলা-বালি থেকে সংগৃহীত চীবরই হচ্ছে আশ্রয়। সুতরাং এজন্য যাবজ্জীবন উৎসাহ দেখাতে হবে। অতিরিক্ত লাভঃ লাইনেন চীবর, সুতীর চীবর, সিল্কের চীবর, উলের চীবর, বিভিন্ন আঁশ থেকে তৈরী চীবর ও উপরোক্ত মিশ্রিত পাঁচ প্রকারের আঁশে তৈরী চীবর।

হাঁ ভন্তে।

(৩) **রুক্খমূলসেনাসনং নিস্সায পব্বজ্জা, তত্থতে যাবজ্জীবং উস্সাহো করণীযো। অতিরেক লাভোঃ বিহারো, অড্ডযোগো, পাসাদো, হম্মিযং, গুহা।**

আম ভন্তে।

প্রব্রজিতদের বৃক্ষমূলই হচ্ছে আশ্রয়স্থল। সুতরাং এর প্রতি যাবজ্জীবন উৎসাহ থাকতে হবে। অতিরিক্ত লাভঃ বিহার যাহা উপর থেকে দু'পাশে চাউনি বিশিষ্ট, উঁচু বহুতলা বিশিষ্ট ভবন, প্রাসাদ গৃহ যাহা সমতল চাদ বিশিষ্ট, হর্ম, গুহা।

হাঁ ভন্তে।

(৪) **পূতিমুত্ত ভেসজ্জং নিস্সায পব্বজ্জা। তত্থতে যাবজ্জীবং উস্সাহো করণীযো। অতিরেক লাভোঃ সপ্পি, নবনীতং, তেলং, মধু, ফাণিতং।**

আম ভন্তে।

প্রব্রজ্যিতদের গো-মুত্রই হচ্ছে আশ্রয়স্বরূপ ঔষধ (ভৈষজ্য)। সুতরাং এজন্য যাবজ্জীবন উৎসাহ থাকতে হবে। অতিরিক্ত লাভঃ ঘি, মাখন, তৈল, মধু, গুড়।

হাঁ ভন্তে।

*চারি অকরণীয় বিষয়
(চত্তারি আকরণীযানি)

(১) **উপসম্পন্নেন ভিক্খুনা মেথুনো ধম্মো ন পটিসেবিতব্বো অন্তমসো তিরচ্ছানগতাযপি। যো ভিক্খু মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি, অস্সমনো হোতি, অসক্যপুত্তিযো। সেয্যথাপি নাম পুরিসো সীসচ্ছিন্নো অভব্বো তেন সরীর বন্ধনেন জীবিতুং, এবমেব ভিক্খু মেথুনং ধম্মং পতিসেবিত্বা অস্সমনো হোতি অসক্য পুত্তিযো।**

তং তে যাবজ্জীবং অকরণীযং।

আম ভন্তে।

উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক মৈথুন সেবন করা উচিত নয়। অন্ততপক্ষে তীর্যক প্রাণীর সাথেও। যে কোন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলে সে শ্রমণধর্ম থেকে চ্যুত হয়। অশাক্য পুত্র হয়। যেমন একটি মানুষের মস্তক ছিন্ন করলে তাহা পুনরায় শরীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে জীবিত হয় না। এভাবে এ মৈথুন সেবনকারী ভিক্ষু শ্রমণধর্ম বর্জিত হয়। অশাক্য পুত্র হয়।

এ মৈথুন সেবন কর্ম যাবজ্জীবন অকরণীয়।

হাঁ ভন্তে।

(২) **উপসম্পন্নেন ভিক্খুনা অদিন্নং থেয্যসংখাতং ন আদাতব্বং অন্তমসো তিনসলাকং উপাদায। যো ভিক্খু পাদং বা পাদারহং বা অদিন্নং থেয্যসংখাতং আদিযতি অস্সমনো হোতি অসাক্যপুত্তিযো, সেয্যথাপি নাম পন্ডুপলাসো বন্দনা পবুত্তো অভব্বো হরিতত্থায, এবমেব ভিক্খু পাদং বা পাদারহং বা অতিরেক পাদং বা অদিন্নং থেয্যসংখাতং অদিযিত্বা অস্সমনো হোতি অসক্যপুত্তিযো।**

তং তে যাবজ্জীবং অকরণীযং।

আম ভন্তে।

উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক চুরি করা উচিত নয়। যাহা প্রদত্ত হয়নি। এমনকি তৃণগুচ্ছ অথবা বাঁশের টুকরাও। যেকোন ভিক্ষু কর্তৃক টাকার চতুর্থাংশ বা চতুর্থাংশ পরিমাণ মূল্য বা চতুর্থাংশের বেশী চুরি হলে, সে শ্রমণ ধর্ম (অশ্রমণ) থেকে বর্জিত হয়। অশাক্য পুত্র হয়। যেমন হরিদ্রা বর্ণ প্রাপ্ত বৃক্ষপত্র বৃন্তচ্যুত হলে, তাহা আবার কখনো সবুজ হয়না, সেরূপভাবে যেকোন ভিক্ষু চতুর্থাংশ বা চতুর্থাংশ মূল্যের পরিমাণ বা চতুর্থাংশের চেয়ে অধিক চুরি করলে সে অশ্রমণ হয়, অশাক্য পুত্র হয়।

এ চৌর্যকর্ম যাবজ্জীবন অকরণীয়।

হাঁ ভন্তে।

(৩) **উপসম্পন্নেন ভিক্খুনা সঞ্চিচ্চা পাণো জীবিতা ন বোরোপেতব্বো। অন্তমসো কুন্তকিপ্পিলিকং উপাদায। যো ভিকখু সঞ্চিচ্চ মনুস্সবিগ্গহং জীবিতা বোরোপেতি অন্তমসো গম্ভপাতনং উপাদায়। অস্সমনো হোতি অসাক্য পুত্তিযো। সেয্যথাপি নাম পুথুসিলা দ্বেধা ভিন্না অপ্পটিসন্ধিকা হোতি, এবমেব ভিক্খু সঞ্চিচ্চ মনুস্সবিগ্গহং জীবিতা বোরোপেতা অস্সমনো হোতি, অসাক্য পুত্তিযো।**

তং তে যাবজ্জীবং অকরণীযং।

আম ভন্তে।

উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণনাশ করা উচিত নয়। এমনকি পিপীলিকা পর্যন্তও। যেকোন ভিক্ষু মনুষ্য হত্যা করলে এমনকি গর্ভপাতের কারণ ঘটালেও সে অশ্রমণ হয়। অশাক্য পুত্র হয়। যেমন, একটি পাথর খণ্ড দ্বিধা-বিভক্ত হলে তাহা পুনরায় যুক্ত হয়না। সেরূপ মনুষ্য হত্যাকারী ভিক্ষু অশ্রমণ হয়। অশাক্য পুত্র হয়। এ হত্যাকর্ম যাবজ্জীবন অকরণীয়। হাঁ ভন্তে।

(৪) **উপসম্পন্নেন ভিক্খুনা উত্তরিমনুস্সা ধম্মো ন উল্লপিতব্বো। অন্ত মসো "সুঞ্ঞাগারে অভিরমামী'তি।" যো ভিক্খু পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো অসন্তং অভূতং উত্তরিমনুস্স ধম্মং উল্লপতি ঝানং বা বিমোক্খং বা সমাধিং বা সমাপত্তিং বা মগ্গং বা ফলং বা, অস্সমণো হোতি, অসাক্যপুত্তিযো। সেয্যথাপি নাম তালো মথকচ্ছিন্নো অভব্বো পুণ বিরুল্হায, এবমেব ভিক্খু পাপিচ্ছো, ইচ্ছাপকতো অসন্তং অভূতং উত্তরিমনুস্স ধম্মং উল্লাপিত্বা অস্সমণো হোতি, অসাক্যপুত্তিযো। তং তে যাবজ্জীবং অকরণীযং।**

আম ভন্তে।

উপসম্পন্ন ভিক্ষু কর্তৃক আধ্যাত্মিক ধর্ম প্রাপ্তি হয়েছে বলে দাবী করা উচিত নয়। এমনকি "আমি শূন্যাগারে অভিরমিত হইও"। যেকোন ভিক্ষু যদি পাপেচ্ছায়, কপটতায় আধ্যাত্মিক ধর্ম বা শক্তি যাহা এখনও অর্জিত হয়নি, বা উৎপন্ন হয়নি, যেমন - ধ্যান (ঋদ্ধি), বিমোক্ষ, সমাধি, দাবী করে অথবা সমাপত্তি, মার্গ, ফল প্রাপ্তি হয়েছে বলে দাবী করে সে অশ্রমণ হয়। অশাক্যপুত্র হয়। যেমন তাল বৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হলে তাহা পুনরায় জন্মেনা; সেরূপ যে ভিক্ষু আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম যাহা অর্জিত না হওয়া সত্বেও অধিগত হয়েছে বা উৎপন্ন হয়েছে বলে দাবী করে সে অশ্রমণ হয়। অশাক্যপুত্র হয়।

এ দাবী আজীবন অকরণীয়।

হাঁ ভন্তে।

বিশেষ প্রার্থনা (Special Request)

ভদন্ত সঙ্ঘ, আমার উপাধ্যায় এবং কর্মবাচা আচার্যদের নিকট আমার দ্বারা এ কর্ম প্রদত্ত হওয়ায় শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছ থেকে আমা কর্তৃক প্রদত্ত ভারাপর্ণের জন্য আমি কি সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি ?

ভদন্ত সঙ্ঘ, আমার প্রতি আপনাদের দ্বারা এ কর্ম সম্পাদন হওয়ায় আমি আপনাদের শিষ্যরূপে কৃতজ্ঞ।

BHAMUKĀ LOMA VINICCHAYA

ভিক্ষুদের "চক্ষুলোম" বিনিচ্ছয়

ভদন্ত বরসম্বোধি থেরো পি.এইচ.ডি
ত্রিপিটকাচার্য, বিদ্যাবারিধি কর্তৃক
সংকলিত ও অনুবাদিত।

পরিচালকঃ
তংপুলু কাবায়ে ভাবনা কেন্দ্র
১৮৩৩৫ বিগ বেসিন ওয়ে
বোল্ডার ক্রিক, ক্যালিফোর্নিয়া ৯৫০০৬
ইউ,এস,এ (আমেরিকা)।

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"

ত্রিরত্ন এবং থাইল্যান্ড, লাওস ও কম্বোডিয়ার আমার বয়োজ্যেষ্ঠ থের মহাথেরদের প্রতি অভিবাদন এবং বয়োকনিষ্ঠদের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করে সংক্ষিপ্তভাবে আমি উপস্থাপন করছি ভিক্ষু শ্রামণদের "চক্ষুলোম" সম্পর্কে নিয়ম বিধি। আমার এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে মহাকারুণিক বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম-বিনয় অনুসারে।

১। মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত বিধি অনুসারে ভিক্ষু-শ্রামণদের অবশ্যই অবশ্যই দাড়ি-গোঁফ কাটতে হবে। কিন্তু "চক্ষুলোম" কাটতে কোন নির্দ্দেশ নেই।

এবং চ পন ভিক্‌খবে পব্বাজেতব্বো, উপসম্পাদেতব্বো: পঠমং কেস মস্‌সুং ওহারাপেত্বা ----------।"

ভিক্ষুগণ! এরূপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করা উচিত ঃ প্রথমে দাড়ি-গোঁফ কেটে -------" *(বিনয় ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯, বার্মিজ সংস্করণ।)*

২। কাকেও "চক্ষুলোম" ছাড়া দীক্ষা প্রদান করা উচিত নয়।

"ন ভিক্‌খবে পরিসদূসকো পব্বাজেতব্বো-------"

(বিনয় ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৭, বার্মিজ সংস্করণ।)

তৃতীয় খণ্ডের বিনয় অর্থকথায় ৩১০ পৃষ্ঠায় (বার্মিজ সংস্করণ) 'পরিসদূসকো' শব্দের একটি অর্থ দেওয়া হয়েছে **"নিল্লোমভমুকো"** যার অর্থ "চক্ষুলোমহীন" ব্যক্তি। সুতরাং অর্থকথানুসারে এর অর্থ

"ন ভিক্‌খবে নিল্লোমভমুকো পব্বাজেতব্বো"

ভিক্ষুগণ, "চক্ষুলোমহীন" ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দেওয়া উচিত নয়। এখানে চক্ষুলোমহীন বলতে যারা চক্ষুলোম কেটেছে তাদের বুঝানো হয়েছে, জন্ম থেকে "চক্ষুলোমহীন" ব্যক্তি নয়।

৩। মহাকারুণিক বুদ্ধের চক্ষুলোম ছিল। অশীতি মহাশ্রাবকদেরও চক্ষুলোম ছিল। নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় ভগবান মহাকারুণিক বুদ্ধের চক্ষুলোম সম্পর্কে উক্ত হয়েছে।

১। **সুসণ্ঠানভমুকতা**	.....	চক্ষুলোম সৌন্দর্যের প্রতীক
২। **সহুভমুকতা**	.....	কোমল চক্ষুলোম
৩। **অনুলোম ভমুকতা**	.....	শোভনীয় চক্ষুলোম
৪। মহন্ত ভমুকতা	.....	বৃহদাকার চক্ষুলোম
৫। **আয়ত ভমুকতা**	.....	দীর্ঘ চক্ষুলোম

(জিনালংকার টীকা, পৃষ্ঠা ১৯৪, বার্মিজ সংস্করণ।)

"সত্থা কিং ইদণ'তি আবজ্জেত্বা তং কারণং ঞত্বা ..... ভমুকলোমতো রংসিযো বিস্‌সজ্জেসি। তাবদেব অন্ধকার তিমিসা অহোসি।"

(ধর্মপদ অর্থকথা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, বার্মিজ সংস্করণ।)

বুদ্ধ যখন কার্য-কারণ তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে এক বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তখন তাঁর চক্ষুলোম থেকে জ্যোতি বের হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল।

"সত্থা তেসং সংবেজনত্থায ভমুকলোমতা রংসী বিসজ্জেসি।"

(জাতক অর্থকথা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২, বার্মিজ সংস্করণ।)

বুদ্ধ মাতৃজাতিদের সংবেগ উৎপাদনার্থে তাঁর চক্ষুলোম থেকে রশ্মি বের করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল।

উপরিবর্ণিত বাক্যগুলি সুস্পষ্টভাবে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, বুদ্ধের এবং ভিক্ষুসংঘদের চক্ষুলোম ছিল। তাই ভিক্ষু-শ্রামণদের "চক্ষুলোম" কাটা বিধি সম্মত নয়। যেহেতু মহাকারুণিক বুদ্ধ "চক্ষুলোম" কাটা সম্পর্কিত কোন বিধি প্রবর্তন করেননি।

এখানে আমি দেখাতে চেষ্টা করছি যে, "চক্ষুলোম" কাটার ফলে বুদ্ধের বিধিমতে ভিক্ষু শ্রামণদের কি অন্তরায় হয়।

৪। **"সাধু! সাধু! উপসেন, অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেতব্বং, পঞ্ঞত্তং বা ন সমুচ্চিন্দিতব্বং, যথা পঞ্ঞত্তেসু সিক্খাপদেসু সমাদায বত্তিতব্বং।"**

(বিনয় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৭, বার্মিজ সংস্করণ।)

সাধু, সাধু, উপসেন। কোন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করো না, প্রবর্তিত নিয়মও ভঙ্গ করো না। যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে, তা সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালন করা উচিত।

"যাবকিবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু, অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেস্সন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্চিন্দিস্সন্তি, যথা পঞ্ঞতেসু সিক্খা পদেসু সমাদায বত্তিস্সন্তি, বুদ্ধিযেব ভিক্খবে ভিক্খুনং পটিকঙ্খা নো পরিহানি।"

(দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, বার্মিজ সংস্করণ।)

ভিক্খুগণ! যতদিন সম্ভব, কোন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করবে না, প্রবর্তিত নিয়মও উচ্ছেদ করবে না, কিন্তু প্রবর্তিত নিয়মানুসারে যথাধর্ম প্রতিপালন করবে। ভিক্ষুগণ! নিয়ম প্রতিপালনের মাধ্যমেই তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, পরিহানী নয়।

৫। "ন" শব্দের দ্বারা "না"সূচক বা নিষেধার্থে বা নিয়ম লঙ্ঘনার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা "দুক্কট" আপত্তি হয়।

"যত্থ যত্থ ন কারেন পটিসেধো কারীযতি, সব্বত্থ দুক্কটাপত্তি বেদিতব্বা।" *(বিনয় অর্থকথা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯, বার্মিজ সংস্করণ।)*

যেখানে যেখানে "ন" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র নিয়ম লঙ্ঘনজনিত "দুক্কট" আপত্তি জানা উচিত।

৬। একটি দুক্কটাপত্তিও ধ্যান, মার্গ, ফল ও নির্বাণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সুতরাং এরূপ দুক্কটাপত্তির দ্বারা বুদ্ধ শাসনের সবচেয়ে দুর্লভ সম্পদ হারানো আমাদের কখনো সঙ্গত নয়।

"সম্পজান মুসাবাদো খো পনাযস্মান্তো অন্তরাযিকো ধম্মো বুত্তো ভগবতা"

(বিনয় তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১, বার্মিজ সংস্কারণ।

ভদন্তগণ! জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে মিথ্যা বলা "অন্তরায়িক" ধর্ম বলে বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

"সম্পজান মুসাবদস্স হোতী'তি। সম্পজান মুসাবাদে কিং হোতি? দুক্কটং হোতি।"

(বিনয় ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪২, বার্মিজ সংস্করণ।)

জেনে শুনে না বললে মিথ্যা বাক্য হয়। মিথ্যা দ্বারা কি হয় ? "দুক্কট" আপত্তি হয়।

বিনয়ে আরো বলা হয়েছে যে,

"অন্তরাযিকো ধম্মো বুত্তো ভগবতা'তি, কিস্স অন্তরাযিকো? পঠমস্স ঝানস্স ..... দুতিযস্স ঝানস্স ..... ততিযাস্স ঝানস্স ..... চতুত্থস্স ঝানস্স ..... ঝানং ..... বিমোক্খং ..... সমাধিং ..... সমাপত্তিং ..... নেক্খম্মানং ..... নিস্সরানং বিবেকানং কুসলানং ধম্মানং অধিগমায অন্তরাযিকো"

কিসের অন্তরায় হয় ?

মিথ্যা বলার দ্বারা অন্তরায় হয় প্রথম ধ্যান ..... দ্বিতীয় ধ্যান ..... তৃতীয় ধ্যান .....চতুর্থ ধ্যান ..... ধ্যানের, বিমুক্তির, সমাধির, সমাপত্তির, নৈষ্ক্রম্যের, মোক্ষের, অনাসক্তির, সুগতির।"

উপসংহার

যেহেতু থাইল্যান্ডের মহানিকায়, ধর্মযুক্তিক নিকায় এবং আমরা সকলে থেরবাদ বৌদ্ধ এবং সকলে ত্রিপিটক ও কোন সন্দেহ ছাড়াই নয়টি বিভাগসহ পাঁচটি নিকায়কে শ্রদ্ধা এবং প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করি, সেহেতু আমি এ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি কোন দ্বেষচিত্ত বা কাউকে হেয় বা ছোট করার জন্য নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত নিয়মকে গৌরব প্রদর্শনার্থে "চক্ষুলোম" সম্পর্কে বিবাদ নিরসনকল্পে সকলের নিকট সত্য প্রকাশ করতে আমি এ সংকলনে ব্রত হয়েছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলং

সর্ব সত্ত্বের মঙ্গল হউক।

আপত্তি দেসনা

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ অহং ভন্তে, সব্বা আপত্তিযো আরোচেয্যামি
দুতিযম্পি ..... ততিযম্পি .....।
ভন্তে, আমারকৃত আপত্তিসমূহ প্রকাশ করছি।
দ্বিতীয়বার ..... তৃতীয়বার .....

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ সাধু, আবুসো, সাধু।
উত্তম, বন্ধু, উত্তম।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ অহং ভন্তে, সম্বহুলা নানা বত্থুকা আপত্তিযো
আপজ্জিং তা তুম্হমূলে পটিদেসেমি।
ভন্তে, আমার দ্বারা কৃত বিবিধ প্রকারের আপত্তিসমূহ আপনার সমক্ষে প্রতি দেশনা করছি।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ পস্সামি আবুসো তা আপত্তিযো,
বন্ধু, সে আপত্তিসমূহ দর্শন করতে পারছেন?

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ আম ভন্তে, পস্সামি।
হাঁ ভন্তে, দর্শন করছি।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ আযতিং আবুসো সংবরেয্যাসি,
বন্ধু, আপনি কি ভবিষ্যতে সংযম বা সংশোধন করবেন?

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ সাধু সুট্ঠু ভন্তে, সংবরিস্সামি,
(দুতিযম্পি ..... ততিযম্পি.....)
ভন্তে, অতি উত্তমরূপে সংবর প্রদর্শন করবো।
(দ্বিতীয়বার..... তৃতীয়বার.....)

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ অহং আবুসো, সব্বা আপত্তিযো আরোচেয্যামি।
(দুতিযম্পি..... ততিযম্পি.....)
বন্ধু , আমার কৃত আপত্তিসমূহ প্রকাশ করছি।
(দ্বিতীয়বার ..... তৃতীয়বার.....)

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ সাধু ভন্তে, সাধু।
উত্তম ভন্তে, উত্তম।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ অহং আবুসো সম্বহুলা নানাবত্থুকা
আপত্তিযো আপজ্জিং তা তুম্হমূলে পটিদেসেমি।
বন্ধু, আমার দ্বারা কৃত বিবিধ প্রকার আপত্তিসমূহ আপনার সমক্ষে প্রতি দেশনা করছি।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **পস্‌সথ ভন্তে তা আপত্তিযো**

ভন্তে, আপনি সে আপত্তিসমূহ দর্শন করতে পারছেন কি?

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **আম আবুসো, পস্‌সামি।**

হাঁ বন্ধু, দর্শন করছি।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **আযতিং ভন্তে, সংবরেয্যাথ**

ভন্তে, আপনি কি ভবিষ্যতের জন্য সংযম হবেন?

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **সাধু সুট্‌ঠু আবুসো, সংবরিস্‌সামি।**

(দুতিযম্পি ..... ততিযম্পি.....)

বন্ধু, অতি উত্তমরূপে সংযমী হবো।

(দ্বিতীয়বার..... তৃতীয়বার.....)

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **সাধু ভন্তে, সাধু। অহং ভন্তে দেসনা দুক্কটং আপত্তিং আপজ্জিং তং তুম্‌হমূলে পটিদেসেমি।**

উত্তম ভন্তে, উত্তম। ভন্তে, আমি দেশনা জনিত দুক্কট আপত্তি আপনার নিকট প্রতি দেশনা করছি।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **পস্‌সমি আবুসো তং আপত্তিং**

বন্ধু, সে আপত্তি দর্শন করছেন?

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **আম ভন্তে, পস্‌সামি।**

হাঁ ভদন্ত! দর্শন করছি।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **আযতিং আবুসো সংবরেয্যামি?**

বন্ধু, তা ভবিষ্যতের জন্য সংযম হবেন?

কনিষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **সাধু সুট্‌ঠু ভন্তে সংবরিস্‌সামি।**

(দুতিযম্পি ..... ততিযম্পি.....)

ভন্তে, তা অতি উত্তমরূপে সংযম হবো।

(দ্বিতীয়বার ..... তৃতীয়বার.....)

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ঃ **সাধু আবুসো, সাধু।**

উত্তম বন্ধু, উত্তম।

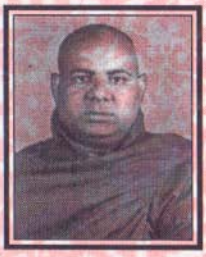

ড. বরসম্বোধি থেরো'র সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

ভদন্ত ড. বরসম্বোধি থেরো ১৯৬৫ খৃষ্টবর্ষের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বাবু অনঙ্গ মোহন বড়ুয়া ও মাতা শ্রীমতি ঐর বালা বড়ুয়া। জলদি কেয়াং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। ১৯৭৩ সালে উপসংঘরাজ সুবোধি রত্ন মহাথেরোর কাছে শুভ উপসম্পদাপ্রাপ্ত হন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারত ও শ্রীলংকায় আধুনিক শিক্ষাও লাভ করেন। তিনি ভারতের ঐতিহ্যবাহী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ত্রিপিটকাচার্যসহ এম. এতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ঐতিহ্যবাহী বারানসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিদ্যাবারিধি উপাধিসহ Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন। সাথে সাথে শ্রীলংকা হতে ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করে সনদপত্র লাভ করেন। ১৯৯৭ খ্রীঃ হতে তিনি আমেরিকার Sansfrancisco শহরে অবস্থিত California Institute of Integral Studies (CIIS) নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাচ্য দর্শনের উপর Ph.D গবেষকদের পরীক্ষক হিসেবে সফল দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে প্রখ্যাত বিদর্শনাচার্য ড. রাষ্ট্রপাল মহাথেরর অধীনে বিদর্শন শিক্ষা অনুশীলন করেন। ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপিকা ড. রীনা সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকার "তংপুলু কাবায়ে (বিশ্ব শান্তি) মেডিটেশন সেন্টার" এর অধ্যক্ষ ও পরিচালকরূপে যোগদান করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনকে প্রাঞ্জলভাষায় সকলের জ্ঞাতার্থে আমরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রদান করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর বাংলা-ইংরেজীতে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ ভারত বাংলাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের গবেষণামূলক পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর লিখিত গবেষণাধর্মী পুস্তকাবলী অষ্ট্রেলিয়া, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়ে সুধীসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। তাঁর আরো কয়েকটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

বর্তমানে তিনি বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনাকেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করছেন।

ভিক্খু ধর্মেশ্বর